**Fifth International Conference on**

**Community Based Adaptation to Climate Change**

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

হোটেল শেরাটন, সোমবার, ১৪ চৈত্র ১৪১৭, ২৮ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম And Very Good Morning to You All.

Fifth International Conference on Community Based Adaptation to Climate Change - এ উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬০টি দেশের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ সরকার, জনগণ এবং নিজের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে এ সম্মেলনে স্বাগত জানাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বর্তমান বিশ্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের অস্তিত্ব আজ সঙ্কটের মুখোমুখি। শিল্প বিপ্লবের সূচনালগ্ন থেকে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ড আমাদের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

জলবায়ু এবং পরিবেশ অবক্ষয়ের এই প্রবণতা বন্ধ করা না গেলে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিবে। টেকসই পরিবেশ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের এখনই সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

আশার কথা হচ্ছে, গোটা বিশ্বের পরিবেশ এবং উন্নয়ন কর্মীগণ সামাজিক অভিযোজন সংক্রান্ত বিষয়ে একযোগে কাজ শুরু করছেন। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারফলে বিশ্বের বহু জনগোষ্ঠী অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই বিরূপ প্রভাবের প্রথম শিকারে পরিণত হচ্ছে। আমি আশা করি, এই সম্মেলনে বিশেষজ্ঞগণ যেসব বক্তব্য ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করবেন, তা সরকার, উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

সম্মানিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ,

আপনারা অনেকেই ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছেন। আপনারা দেখেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রভাবে আমাদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাদেরকে একদিকে দারিদ্রে্র সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এটা শুধু তাদের জন্য কঠিনই নয়, এটা তাদের প্রতি এক ধরনের অবিচার। কিছু বিত্তশালী মানুষের বিলাসী জীবনযাত্রার ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব সাধারণ জনগণ বহন করবে কেন?

বর্তমান বিশ্বে আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখছি। আপনারা বিজ্ঞানীগণ এবং উন্নয়ন কর্মীরা যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং তাদের কর্মকান্ড থেকে অনেক কিছু শিখছেন, তেমনি তারাও, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো, আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে কাজ করছেন।

আমাদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই, তা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিজ্ঞানী এবং অভিযোজন কর্মীদের আমি এই পারস্পরিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার আহবান জানাচ্ছি। তবে শুধু অভিযোজনই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় নয়। এ বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে এর প্রধান কারণ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসের মধ্যে। ধনী দেশগুলোকে এ ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণে যত বিলম্ব হবে, মানুষের ভোগান্তি তত বাড়বে। তত বেশি অভিযোজন কর্মসূচির প্রয়োজন হবে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের সব দেশ সমানভাবে দায়ী নয়। ধনী এবং উন্নত দেশগুলো তাদের উন্নয়ন এবং জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছে। তারাই এই ক্ষতিকর পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

তাদের অনুসরণ করে অনেক উন্নয়নশীল দেশও বর্তমানে একই ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। যারফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমষ্টিগতভাবে কিন্তু ভিন্নতর দায়িত্ববোধ এবং সক্ষমতা দিয়ে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। কারণ, ধনী দেশসমূহ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গমণ করছে।  তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অভিযোজন কার্যক্রমে জোরালোভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

সুধিবৃন্দ,

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন। সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ত পানির প্রবেশ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিক্ষয়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যগত জীবন-যাপন প্রক্রিয়া এবং অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। এরফলে দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করছি, সেগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

২০০৭ সালের প্রলঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর' এবং ২০০৯ সালের ‘আইলা'য় ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষ আজও তাদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারেনি। হাজার হাজার হেক্টর আবাদি জমি লবণাক্ত পানির নীচে তলিয়ে আছে।

এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' গ্রহণ করেছে। এজন্য আমরা প্রায় ২০০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের ‘জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছি। এই ট্রাস্ট ফান্ড ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

তবে এ সমস্যা এতটাই প্রকট যে বাংলাদেশের একার পক্ষে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এটা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আমাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা এ পর্যন্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা এজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। কারণ এ সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের কয়েক বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের সীমিত সম্পদ এবং সক্ষমতা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে সমর্থ। এই দক্ষতা আমাদের সামাজিক কাঠামো, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব জ্ঞানভান্ডারের মধ্যেই নিহীত রয়েছে। বিজ্ঞানী এবং পরিকল্পনাবিদগণ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব জ্ঞানভান্ডার থেকে উপকৃত হতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রক্রিয়ার প্রভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির  সম্মুখীন হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আমি ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত COP-15-এ বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। সেখানে আমি আমাদের উদ্বেগের বিষয়টি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে জোরালোভাবে তুলে ধরি। পাশাপাশি এ সমস্যা মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানাই।

জলবায়ু আলোচনায় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্রুত ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমণ বন্ধ করা, অভিযোজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল গঠন এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

সুধিৃবন্দ,

সরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং গণমাধ্যমের বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারী আজকের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। আমি আশা করি সমাজভিত্তিক অভিযোজনের মাধ্যমে কীভাবে সবচেয়ে দুর্বল এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে আপনারা আলোচনা করবেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ‘বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক ‘ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট' এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় এক অপরূপ সুন্দর আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। আমাদের রয়েছে সবচেয়ে বড় বালুকাময় সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার। এখানে রয়েছে জীববৈচিত্র্যে ভরপুর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি, সুন্দরবন। আমাদের রয়েছে বন্ধুবৎসল এবং অতিথিপরায়ণ জনগণ। আমি আশা করি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন এবং বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান উপভোগ্য এবং আনন্দদায়ক হবে।

আমি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আশা করি, এই সম্মেলনে যেসব সুপারিশ গৃহীত হবে তা আমাদের সবার কাজে লাগবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি Fifth International Conference on Community Based Adaptation to Climate Change এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....